দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...2·8 AUG 1997...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

"জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্কট ॥ যে কোন সময়ে বিস্ফোরণ" শীর্ষক নিবন্ধের প্রতিবাদ

২৪-৮-৯৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠের ৮ম পৃষ্ঠায় ক্যাম্পাস পাতায় 'জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্কট ॥ যে কোন সময়ে বিস্ফোরণ' শীর্ষক নিবন্ধটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত নিবন্ধে জনৈক মাছুদুর রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর মনগড়া যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা আমাকে পীড়িত ও মর্মাহত করেছে। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখায় সদাতৎপর জননন্দিত পত্রিকা 'দৈনিক জনকণ্ঠ' এ দেশের লাখো পাঠকের মতো আমারও প্রিয় দৈনিক। জনকণ্ঠের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও নানাবিধ গঠনমূলক নিবন্ধ/ফিচার আমি গভীর মনযোগে পাঠ করি। আমার নিয়মিত পাঠ্য জনকণ্ঠে প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধ আমাকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। উক্ত নিবন্ধটিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর ও অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষক সম্পর্কে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। কারণ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধটি আমার এবং আমার সহকর্মীদেরকে জনসমক্ষে হেয় করা এবং জামায়াত ও সাম্প্রদায়িক শক্তির অপছায়ামুক্ত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে মৌলবাদীদের হাতকে শক্তিশালী করার অভিপ্রায় মাত্র। নিবন্ধকারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতিবাদ দু'ভাবে বিভক্ত, (ক) ব্যক্তিগত এবং (খ) প্রক্টর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চিত্র প্রদান।

"জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্কট– যে কোন সময়ে বিস্ফোরণ" নিবন্ধটির 'নিরাপত্তার নামে ২৫ হাজার' উপশিরোনামে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের বিরুদ্ধে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তার কারণ–

১। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন ব্যবহারের জন্য আজ পর্যন্ত কোন 'বিলিং সিস্টেম' নেই। কাজেই 'প্রক্টর কমপক্ষে ১০ হাজার টাকার টেলিফোন বিল দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগার থেকে' এ বক্তব্য যুক্তিহীন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই আমরা সচরাচর ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি। কাজেই কোনভাবেই প্রক্টরের নামে মাসে ১০ হাজার টাকা টেলিফোন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় খরচ করতে পারে না, তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ব্যক্তিই জানেন। নিবন্ধকার কোথায় এ ধরনের উদ্ভট ও ভুল তথ্যের যোগান পেয়েছেন তা আমার বোধগম্য নয়।

২। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সর্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি প্রদানের বিধান রয়েছে এবং সেই মোতাবেক পূর্ব থেকেই প্রক্টরগণ গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমান প্রক্টর হিসাবে আমার ব্যবহারের জন্যও একটি গাড়ি নির্দিষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের গাড়ি প্রয়োজনে প্রক্টর ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ব্যক্তিগত রিকুইজিশনে ব্যবহার করে থাকেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে টাকাও জমা হয়। প্রক্টোরিয়াল কাজ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রশাসনিক কাজেও মাঝে মধ্যে প্রক্টরের গাড়ি ব্যবহার করা হয়। তাই 'প্রক্টর মাসে ১৫ হাজার ৮০০ টাকার তেল খরচ' করেছেন এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩। নিবন্ধকারের বক্তব্য থেকে মনে হয়, ক্যাম্পাস অশান্ত থাকলেই প্রক্টর কাজ করবেন অন্য সময়ে নয়। পরিস্থিতি অশান্ত না হওয়ার জন্য প্রক্টর এবং তার অফিসের যে শ্রম দিতে হয় সে সম্পর্কে নিবন্ধকারের সচেতন অজ্ঞতা যে উদ্দেশ্যমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই প্রক্টর অফিসের কাজের ধরন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না জেনে এরকম বক্তব্য প্রদান কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

৪। নিবন্ধকারের 'একদার উগ্র বামপন্থী' বক্তব্যটি শুধু কুরুচিপূর্ণ নয় অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণও বটে।

এবার প্রক্টর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাপর সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি ঃ

১) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি যে বিস্ফোরণোন্মুখ নয় তার প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির বিভিন্ন পক্ষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহাবস্থান। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি, ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক সহাবস্থান ও শিক্ষার পরিবেশ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও গৌরবোজ্জ্বল। আমাদের নিরপেক্ষ ও অবিরাম প্রয়াস এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতার কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে।

২) সারা দেশ অবগত যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে স্বাধীনতাবিরোধী অশুভ শক্তির কোন স্থান নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়েও বার বার সাম্প্রদায়িক শক্তি অশুভ থাবা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রক্টর, প্রশাসন, সচেতন শিক্ষক সমাজ, ছাত্রছাত্রীর সম্মিলিত ও নিরন্তর প্রয়াসে সেই অশুভ শক্তি আজ অবধি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিকড় মেলতে পারেনি। তার ফলেই মৌলবাদীদের দোসর শিবিরের দু'বারের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য উপাচার্য ও প্রক্টরের জীবন বার বার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া উপাচার্যের পরিবারও হুমকির কারণে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বাইরে বের হতে পারেনি। প্রকাশ্য জনসভায় মতিউর রহমান নিজামী উপাচার্যকে আক্রমণ করে কুৎসিত বক্তব্য প্রদান করেছেন। সাভার, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জামায়াত-শিবির উপাচার্যের বিরুদ্ধে দেয়াল লিখন করেছে। জামায়াত-শিবিরবিরোধী স্বাধীনতার পক্ষের একজন প্রত্যয়ী উপাচার্যকে কিভাবে নিবন্ধকার বলতে পারলেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবির শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন? অথচ উপাচার্য ও প্রক্টরের সাম্প্রদায়িক শক্তিবিরোধী সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট অবস্থানকে প্রশংসা করে দৈনিক জনকণ্ঠসহ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রায় সকল পত্রপত্রিকায় সংবাদ/সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। সেই উপাচার্য ও তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত চক্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করার অভিযোগ আনা বাতুলতা ও হীনমানসিকতার নামান্তর মাত্র।

নিবন্ধকারের জানা নেই, অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকলেই জানেন যে, শিবিরের সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিরোধের সময় প্রক্টরের প্রাণনাশের জন্য তাঁর গাড়িতে গুলি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি অনুষ্ঠানে প্রক্টরের বক্তৃতা মঞ্চেও বোমা বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন সময় সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি প্রক্টর অফিস সামাল দিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম [illegible] আক্রমণের সময় টেলিফোন ব্যবস্থা অচল থাকায় এবং প্রক্টর অবরুদ্ধ থাকার কারণে প্রক্টরের স্ত্রী এবং মাননীয় উপাচার্যের স্ত্রী এই দু'জন জীবনের হুমকি নিয়ে থানায় শিবির আক্রমণের সংবাদ দিয়েছেন, যার প্রমাণ সেই সময়ের পত্রপত্রিকা। তারপরেও প্রক্টর হিসাবে আমাকে নিরন্তর শিবিরের হুমকির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে। তবুও আমরা উপাচার্যের নেতৃত্বে শিবিরের সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করেছি বার বার। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ও ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বহু আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যক্তি মিলিত হয়েছেন। এসব বৈঠকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ সকল কাজের পিছনে অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী এবং প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ। কাজেই এরকম একজন প্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা উপাচার্য তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন এ ধরনের বক্তব্য হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকর।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে স্থিতিশীল তা প্রমাণ করে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সংবাদে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ এ ধরনের তথ্য প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করাই মূল লক্ষ্য। এতে সাম্প্রদায়িক শক্তি লাভবান হবে, প্রগতিশীল শক্তি নয়। যে মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির আন্দোলন তুঙ্গে তখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিমুক্ত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত করার মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করে সাম্প্রদায়িক শক্তিকেই মদদ যোগান হয় বলে আমরা মনে করি। কাজেই উপাচার্য ও প্রক্টরের বিরুদ্ধে এরকম বিষোদগার এক ধরনের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক আক্রোশের সুপ্ত বাসনা থেকেই উদ্ভূত বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই মর্মে প্রত্যয় জন্মেছে যে, উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের বর্তমান সুসম্পর্ক নষ্ট করার হীনবাসনা থেকেই জনৈক মাছুদুর রহমান নামের লেখক এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ও বিভেদ সৃষ্টির বক্তব্য প্রচার করছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। মূলত, উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও প্রক্টরসহ প্রশাসনের সম্মিলিত প্রয়াসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান।

আফসার আহমদ
প্রক্টর
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

(২)

২৪ আগস্ট, ১৯৯৭ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ক্যাম্পাস পাতায় "জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্কট ॥ যে কোন সময় বিস্ফোরণ" শিরোনামের প্রবন্ধে জনৈক মোঃ মাছুদুর রহমান কর্তৃক কিছু সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, যা আদৌ বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য নয় এবং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আমি মনে করি। এতে জনসমক্ষে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন ও আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বিধায় আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

(১) গত ১৫ আগস্ট "জাতীয় শোক দিবসে" আমি ছুটিতে কিশোরগঞ্জে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথেই "শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলে" জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা [illegible]

(২) প্রভোস্ট নিয়োগদানের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট অনুযায়ী সিন্ডিকেটের, উপাচার্যের নয়। প্রায় দেড় বছর পূর্বে সিন্ডিকেট কর্তৃক আমি হলের প্রভোস্ট মনোনীত হয়েছিলাম– যখন উল্লিখিত হলের নামকরণই হয়নি। তখন হলটি মহিলা হল নং-৩ হিসাবে পরিচিত ছিল। বিগত ২২-৬-৯৭ তারিখে হলের নামকরণ হয় 'জাহানারা ইমাম হল'।

(৩) ক্যাম্পাস পাতায় আমাকে জামায়াতপন্থী শিক্ষক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দৃঢ়চিত্তে বলতে চাই যে, আমি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক শিক্ষক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলাম এবং এখনও আছি। উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হওয়াসহ অনুষদের ডীন, একাধিকবার সিন্ডিকেট, সিনেট ও শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি/সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং সম্প্রতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনেট থেকে সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছি। আমার আপন দুই ভাতিজা খায়রুল ও শফিক মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণ করে এবং শহীদ খায়রুলের সম্মানে কিশোরগঞ্জে একটি সড়কের নামকরণও করা হয়েছে। কাজেই নিবন্ধকারের বক্তব্যে আমার পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদাকেও কলুষিত করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিগত দিনগুলোতে ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরের আক্রমণের সময় অন্যদের মতো আমিও এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলি। এতদসত্ত্বেও এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের হীন চক্রান্তে এ ধরনের কাল্পনিক, মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার আমার মৌলবাদবিরোধী ভূমিকাকে বার বার ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। আমি মনে করি, নিবন্ধকারের এ ধরনের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতকে সুদৃঢ় করা এবং আমার সামাজিক অবস্থানকে হেয় করার নামান্তর মাত্র।

প্রফেসর মোঃ ইমামউদ্দীন
প্রভোস্ট
জাহানারা ইমাম হল।

(৩)

২৪-৮-৯৭ তারিখ, রবিবার জনৈক মাছুদুর রহমান কর্তৃক আপনার পত্রিকার ক্যাম্পাস পাতায় লিখিত "জাহাঙ্গীরনগরের সঙ্কট ॥ যে কোন সময়ে বিস্ফোরণ" নামক নিবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এর একটি অংশে আমার সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তার আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে

১। আমি কখনও প্রভোস্ট পদের প্রত্যাশী ছিলাম না। বরং সবিনয়ে এই জাতীয় প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত কারণে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটেও অনুরূপ কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। অতএব ছাত্রদের কথিত বাধার মুখে হলে ঢুকতে না পারা সংক্রান্ত সংবাদটি উদ্ভট এবং হাস্যকর।

২। আমি সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। নিজের যোগ্যতা বলে বহু বছর পূর্বেই অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছি। আমার অফিস কক্ষে একাডেমিক কাজই আমার কাছে মুখ্য। অতএব এখানে কথিত অপরিচিত লোকের সাথে রাজনীতি করা সংক্রান্ত সংবাদ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অধ্যাপক [illegible]

SHEET —— OF —— SHEETS

BANGLADESH BUREAU OF EDUCATIONAL INFORMATION AND STATISTICS
FREE FROM PARAMETERS

1. PROGRAM | 3. SYSTEM